দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

যশোর বোর্ডের কলেজগুলোতে শূন্য থাকবে এক লাখ ৩৫ হাজার আসন

■ ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

যশোর বোর্ডের অধীন ১০ জেলায় এবার রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাস করলেও কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর অভাবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে এক লাখ ৩৫ হাজার আসন শূন্য থাকবে। গ্রামের কলেজগুলো বেশ কয়েক বছর ধরে ছাত্র সংকটে পড়েছে। যশোর বোর্ডের এক সূত্রে জানা যায়, এ বোর্ডের অধীন একশ' ২৩টি কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ানো হয়। মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় দেড়শ' করে প্রতিটি কলেজে সাড়ে ৪শ' আসন বরাদ্দ আছে। অর্থাৎ যশোর বোর্ডের অধিন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কলেজগুলোতে মোট আসন সংখ্যা দু' লাখ ৩৫ হাজার ৩শ' ৫০। গত বছরের চেয়ে এ বছর ৫ দশমিক ৪৬ ভাগ বেশি ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। এ বোর্ড থেকে এক লাখ ৯ হাজার ৫শ' ৫৯ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। আর পাস করা সকল ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হয় না। শতকরা ১০ ভাগ অন্যত্র চলে যায় এবং কিছু ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে এবার এ অঞ্চলের কলেজগুলোতে এক লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে।

যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আমিরুল আলম খান জানান, ভাল কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর অভাব হবে না। গ্রামের কলেজগুলোতে ছাত্রের অভাব হবে। প্রয়োজনে অনেক কলেজে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়ে থাকে। ঝিনাইদহের নারিকেলবাড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান বলেন, বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একবারেই কম। তার কলেজে গত বছর বিজ্ঞান বিভাগে দেড়শ' আসনের স্থলে মাত্র ৮ জন ভর্তি হয়েছিল। মানবিকে গ্রামের কলেজগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি ছাত্র ভর্তি হয়ে থাকে। বাণিজ্য বিভাগেও ছাত্রছাত্রী মেলে না বলে তিনি জানান।

এদিকে গ্রামের কলেজগুলোর পরিচালনা পরিষদ শিক্ষকদের ছাত্র যোগাড় করতে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষকগণ অভিভাবকদের কাছে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য ধর্না দিচ্ছেন। পাশাপাশি কলেজগুলোর মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য টানাটানি চলছে বলে জানা গেছে। কলেজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজ নিজ কলেজে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। ঝিনাইদহের এক কলেজের অধ্যক্ষ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ জেলায় ৬০টির উপর এমপিওভুক্ত কলেজ আছে। তাছাড়াও নন এমপিওভুক্ত কলেজ রয়েছে। এরপরও নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে। কোথা থেকে ছাত্র আসবে সে খেয়াল নেই। শুধু ঝিনাইদহ জেলাতেই নয় অন্য জেলাতেও একই অবস্থা বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহের শৈলকুপা, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর ও হরিণাকুণ্ডু, কুষ্টিয়ার আমলা, চুয়াডাঙ্গার দর্শনা, সাতক্ষীরার তালা ও কলারোয়া সরকারি কলেজেও ছাত্রছাত্রীর অভাবে প্রতি বছর আসন শূন্য থাকে বলে যশোর বোর্ডের সূত্রে জানা গেছে।